শিশু ইস্তাহার

নির্বাচন যায়, নির্বাচন আসে। অনেক প্রতিশ্রুতি এবং স্থিতাবস্থা - এই দেখতেই আমরা অভ্যস্ত। প্রতিটি নির্বাচনের পূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাঁদের ইস্তাহার প্রকাশ করে মানুষের কাছে তাঁদের পরিকল্পনা জানান, ভোট দাবি করেন। তাঁদের এই পরিকল্পনায় চাকরির প্রতিশ্রুতি, উন্নয়নের কথা খুব বেশি বেশি করে থাকলেও শিশুদের বিকাশ ও সুরক্ষার কথা কখনই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয় না। সম্ভবত শিশুদের ভোটাধিকার নেই বলে। শিশুদের ভোট না থাকলেও তাঁদের শৈশব আছে। আছে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত শিশুর অধিকার। শিশুর শৈশব ও অধিকারগুলি সুরক্ষিত করার দায়িত্ব অবশ্যই বড়দের।

জনসংখ্যার ৪০ শতাংশেরও বেশি শিশু। ভবিষ্যতের এই নাগরিকদের প্রতি নির্বাচিত সরকারের অনেক দায় আছে। শিশুদের অধিকার ও বিকাশের ক্ষেত্রে নির্বাচিত সরকারের নীতি ও পরিকল্পনা ইতিবাচক হলে শিশুদের পক্ষে এবং দেশের পক্ষে মঙ্গল। শিশুর পুষ্টি, বিদ্যালয় শিক্ষা, শিশুর সুরক্ষা, শিশুর শ্রম বা বাল্য বিবাহ বন্ধে সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

সামনে আমাদের রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে প্রচার শুরু হয়ে গেছে। শিশুদের সমস্যা এবং শিশুদের বিকাশ ও সুরক্ষার বিষয়গুলির কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি না।

শিশুরা নিজেরো কী ভাবছে, কী তাঁদের সমস্যা, কী তাঁদের দাবি? এসব জানতে শিশুদের সাথে ৭টি জেলায় (মালদহ, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা) মোট ১৪৮ জন শিশুর সাথে ব্যক্তিগতভাবে এবং দলগতভাবে আলোচনা করা হয়। আলোচনা করা ওই শিশুদের অভিভাবকদের সাথেও। অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের জন্য কী দাবি করছেন, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির কাছে অভিভাবকদের প্রত্যাশা কী, আমরা তাও জানতে চেয়েছিলাম অভিভাবকদের কাছে। মোট ৭টি জেলার ১৪৬ জন অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে আমরা তাঁদের মতামত সংগ্রহ করেছি।

শিশু এবং তাঁদের অভিভাবকদের মতামত নিয়েই এই শিশু ইস্তাহার তৈরি করা হয়েছে। আমরা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মঞ্চ হিসেবে ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে এই ইস্তাহার প্রকাশ করছি জনমানসে এবং রাজনৈতিক দলগুলির কাছে শিশুদের বিকাশ ও সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পাবে এই বিবেচনায়।

আমাদের প্রত্যাশা, রাজনৈতিক দলগুলি তাঁদের নির্বাচনী ইস্তাহারে শিশুদের এই দাবিগুলিকে অগ্রাধিকার দেবে এবং নির্বাচিত হলে সংশ্লিষ্ট দল এবং নির্বাচিত বিধায়করা তা রূপায়ণ করতে চেষ্ট করবে।

ধন্যবাদান্তে।

স্বপন পণ্ডা
রাজ্য আহ্বায়ক, ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক

৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১

শিশুরা যে সকল সমস্যার কথা জানিয়েছে

■স্কুল না খোলায় পঠনপাঠনের সমস্যা, কোভিড-১৯ এর জন্য পড়াশোনার সমস্যা, রুটিন মাফিক পড়াশোনা হচ্ছে না, আগের শ্রেণির পড়া ভুলে যাওয়া ■বিদ্যালয়ের সাথে তেমনে যোগাযোগ না থাকা ■বসার সমস্যা ■প্রধান শিক্ষকের পৃথক ঘর নেই ■শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না ■প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই ■স্কুল বন্ধ থাকায় কাজের সঙ্গে লিপ্ত হয়ে যাওয়া ■খেলার মাঠ নেই ■ডিজিটাল ক্লাস নিয়ে সমস্যা/অনলাইনে পড়াশোনার সমস্যা ■সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য সমান সুযোগ সুবিধা নেই ■এস এস কে ও এম এস কে স্কুলের পরিকাঠামো ও পড়াশোনার মান নিম্নমানের ■অনলাইন ক্লাসের সময় নেট থাকে না। নির্ধারিত সময় নেই ■সকলের ঘরে বড় মোবাইল নেই ■প্রশ্ন করার মতো ক্লাসের ব্যবস্থা নেই ■হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সব বিষয়ে ক্লাস না হওয়া ■মেয়েদের জন্য আলাদা খেলার মাঠ নেই ■বিদ্যালয়ে যাওয়া আসার পথে নিরাপত্তা নেই ■বাবার কাজ নেই ■বাড়ির আর্থিক অবস্থা ভাল নয়/বাড়িতে আর্থিক সংকট ■লাইব্রেরি নেই ■যাতায়াতের রাস্তা খারাপ ■রাতে টিউশন পড়ে আসার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয় ■কোভিড-১৯ এর জন্য নিরাপত্তার অভাব ■রাজনৈতিক শান্তি-শৃঙ্খলার অভাব ■শিশুরা সুরক্ষিত নয় ■মতামত প্রকাশ করতে না পারা ■করোনার পরিস্থিতির কারণে সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে ■বাড়িতে থাকার জন্য একঘেয়েমি লাগছে ■স্কুল বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষক শিক্ষিকার কাছ থেকে পড়া বুঝতে না পারা ■শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে চাপে থাকা ■আর্থিক সংকটের কারণে সবসময় বাড়িতে সুষম আহার না পাওয়া ■গ্রামের রাস্তা ভাল না হওয়ায় বিদ্যালয়ে যেতে অসুবিধা হয় ■বর্ষায় রাস্তা খারাপ হয়ে যায় ■জলের ব্যবস্থা না থাকায় অসুবিধা হয়/পানীয় জলের সমস্যা/পানীয় জলে আর্সেনিক ■বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়া ■ইলেকট্রিক আলো না থাকা ■স্যানিটারি ন্যাপকিন না থাকায় সমস্যা

শিশুদের দাবি

পড়াশোনা ও বিদ্যালয় সংক্রান্ত

■স্কুল তাড়াতাড়ি খুলতে হবে, নিরাপত্তার সঙ্গে বিদ্যালয় খোলা হোক ■ভাল মিড-ডে মিল দিতে হবে/মিড-ডে মিলের আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে ■খেলার সরঞ্জাম বেশি পরিমানে দিতে হবে ■খেলার মাঠের ব্যবস্থা করতে হবে ■মেয়েদের জন্য পৃথক খেলার মাঠ চাই ■প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুলে র‍্যাম করতে হবে ■স্কুল কম্পাউন্ড প্রাচীর দিয়ে ঘিরতে হবে ■কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন স্কুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে ■শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে ■ক্লাস সেভেন-এইট থেকে সাইকেল দিতে হবে ■টোল খোলা হোক ■ভর্তি ফি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে ■শ্রেণি অনুযায়ী শিক্ষকশিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে ■সারা দেশের শিশুদের জন্য একই ধরনের শিক্ষা চালু হোক ■বিদ্যালয়ে যাবার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে ■স্কুলে যাতায়াতের পথে সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে ■বই সময় মতো দিতে হবে ■করোনা বিধি মেনে বিদ্যালয় খুলতে হবে ■পরীক্ষা পদ্ধতি সময় মতো হওয়া চাই

শিশু অধিকার সংক্রান্ত

■শিশুদের সঠিকভাবে সুরক্ষা দিতে হবে
■মতামতের অধিকারগুলি সুনিশ্চিত করতে হবে
■ শিশুদের অধিকারগুলি বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হবে

সামাজিক ও রাজনৈতিক

■রাজনৈতিক প্রচারের কাজে ছোটদের লাগানো যাবে না ■মোকাইলে ফ্রি ফান গেম বন্ধ করতে হবে ■প্রত্যেক ঘরে ঘরে কাজের ব্যবস্থা করতে হবে ■রাস্তা সংস্কার হোক/রাস্তা তৈরি করতে হবে ■রাস্তা ঠিক করতে হবে/রাস্তায় আলো দিতে হবে ■রাস্তায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে ■বাঁধ মেরামত করতে হবে ■ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা করতে হবে ■রাজনৈতিক সন্ত্রাস বন্ধ হোক/ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বন্ধ হোক ■সার্বজনীন শৌচালয় গড়া হোক ■জলের ব্যবস্থা করতে হবে/ আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে ■প্রতিটি গ্রামে ভ্যাকসিন দেওয়া হোক ■কোভিড-১৯ এর ভ্যাক্সিন সকল শিশুকে দিতে হবে ■বাল্য বিবাহ বন্ধের দিকে নজর দিতে হবে

অভিভাবকদের মতামত

■করোনা সুরক্ষা বিধি মেনে দ্রুত স্কুল খুলতে হবে ■সকলের ভ্যাক্সিনের ব্যবস্থা করতে হবে/করোনার ভ্যাক্সিন সব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হোক ■শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে

■বাচ্চাদের পড়াশোনা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে হবে ■বাচ্চাদের খেলার মাঠ প্রয়োজন ■রাস্তা তৈরি করতে হবে ■রাস্তায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে ■রাস্তায় আলো চাই ■জলের ব্যবস্থা করতে হবে ■ভোট প্রচারের কাজে ১৮ বছরের নীচে কোনো শিশুকে ব্যবহার করা যাবে না। এজন্য আইন করতে হবে এবং মাইকে প্রচার করতে হবে।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের বক্তব্য

আমরা চাই প্রতিটি শিশু গুণমানের শিক্ষা পাবে। শিশুর অধিকারগুলি সুরক্ষিত থাকবে। গুণমানের শিক্ষার জন্য শিক্ষণ পদ্ধতির মূল্যায়ন এবং নিয়মিত দেখাশোনার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বাল্য বিবাহ বন্ধ এবং শিশু শ্রম বন্ধে সরকার অগ্রাধিকার দেবে। কোভিড-১৯ এবং লকডাউনের কারণে দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকায় স্কুল খোলার পর যে সকল শিশু স্কুলছুট হয়ে গেছে তাঁদের পুনরায় স্কুলে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে স্কুলছুট শিশুদের ট্রাকিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে। ভবিষ্যতে যদি কোভিড-১৯ এর মতো অন্য কোনও সমস্যা দেখা দেয়, পড়াশোনা যাতে বন্ধ না হয় তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কেবলমাত্র পড়াশোনার কাজে যুক্ত রাখতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। দরিদ্র পরিবারগুলির শিশুদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়।

শিশু এবং অভিভাবকরা যে সকলবিষয়ে দাবি তুলেছেন তা কার্যকর করার জন্য নির্বাচিত সরকার দায়বদ্ধ থাকবে এই আমাদের দাবি। সরকার এবং সামাজিক সংগঠনগুলি মিলিতভাবে কাজ করলে শিশুদের শিক্ষা ও অধিকারগুলি কার্যকর করা সহজ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

শিশুদের অধিকার সুরক্ষার স্বার্থে ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষে রাজ্য আহ্বায়ক স্বপন পণ্ডা কর্তৃক ৬০ এ/২ ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৩১ হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত।